কালের কণ্ঠ

তারিখ 28 NOV 2015
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

কোড বদলে ১২৬ প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তি
সরকারের গচ্চা ৯ কোটি টাকা

জালিয়াতির কেন্দ্রে মাউশির ইআইএমএস সেল

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ব্যাখ্যা চেয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়

শরীফুল আলম সুমন ▷

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তি বন্ধ ২০১০ সাল থেকে। এর আগে ২০০৫ সাল থেকে চলা এমপিওভুক্তি কার্যক্রমও চলেছে সীমিত পরিসরে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, এমপিওভুক্তি থেমে নেই। কোড পরিবর্তন করে তা যথারীতি চলছে। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তরের ইআইএমএস (এডুকেশন ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম) সেল এই পন্থায় চালিয়েছে অভিনব জালিয়াতি।

কোনো কাগজপত্র ছাড়াই কম্পিউটারে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কোড বদল করে নিম্ন মাধ্যমিক স্কুলকে মাধ্যমিক এবং দ্বাদশ শ্রেণির কলেজকে ডিগ্রি কলেজে পরিণত করেছে। ২০০৫ সালের পর এভাবে স্তর পরিবর্তন করে অবৈধভাবে এমপিওভুক্ত করা হয়েছে ১২৬টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এভাবে এমপিওভুক্তি মাধ্যমে ওই সব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের ৯ কোটি টাকার বেতন-ভাতা দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় মাউশির কাছে বিস্তারিত জবাব চেয়ে পাঠিয়েছে।

গত ১২ অক্টোবর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব আবু কায়সার খান স্বাক্ষরিত এক পত্রে বলা হয়েছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছাড়া নিয়মবহির্ভূতভাবে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কোড পরিবর্তনের ফলে অতিরিক্ত আর্থিক সংশ্লেষ হয়েছে আট কোটি ৮৬ লাখ ১৮ হাজার ৪০৬ টাকা। এ বিষয়ে অর্থ বিভাগের চাওয়া তথ্যাদি সাত দিনের মধ্যে পাঠানোর জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। এখন এই জবাবদিহি করতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে মাউশি। এখনো তারা সব তথ্য জোগাড় করতে না পেরে মন্ত্রণালয়ের কাছে বারবার সময় চাইছে।

মাউশির পরিচালক (মাধ্যমিক) অধ্যাপক মো. এলিয়াছ হোসেন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'বিষয়টি বেশ আগের। তখনকার কাগজপত্রও ঠিকমতো পাওয়া যাচ্ছে না। তবে এ বিষয়ে একজন সহকারী পরিচালক কাজ করছেন। আশা করছি আগামী সপ্তাহেই মন্ত্রণালয়ের চিঠির জবাব দিতে পারব। তবে বিষয়টি মন্ত্রণালয় যেভাবে বলছে বাস্তবে তা নয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্তর পরিবর্তনের কারণে একসময় এই অর্থ বেশি বরাদ্দ নেওয়া হয়েছিল। তবে সেই স্তর পরিবর্তন কিভাবে হয়েছিল সেটা বলতে পারব না।'

মাউশি সূত্র জানায়, তাদের কাছে ৮১টি স্কুল ও ৪৫টি কলেজের তথ্য চাওয়া হয়েছে। স্কুলগুলো নিম্ন মাধ্যমিক থেকে মাধ্যমিক হয়েছে। আর কলেজগুলো একাদশ-দ্বাদশ থেকে ডিগ্রি পর্যন্ত করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলোর আগের জনবল ও কোড পরিবর্তনের ফলে অতিরিক্ত জনবলের তুলনামূলক বিবরণী চাওয়া হয়েছে। প্রায় ৯ কোটি টাকার প্রতিষ্ঠানওয়ারি বিস্তারিত হিসাব বিবরণী ও কোডভিত্তিক, সংক্ষিপ্ত বিভাজনও দিতে বলা হয়েছে। অবৈধভাবে এমপিওভুক্ত হওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর বেশির ভাগই পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, দিনাজপুর, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, শেরপুর ও সিরাজগঞ্জ জেলার। 'অন্যান্য জেলারও দু-একটি করে প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

মাউশির এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করে বলেন, 'যে স্কুলগুলো নিম্ন মাধ্যমিক থেকে মাধ্যমিক হয়েছে এর মধ্যে পঞ্চগড়ের বোদা উপজেলারই রয়েছে ৯টি। এ ছাড়া দেবীগঞ্জের ছয়টি, পঞ্চগড় সদরের ছয়টি ও আটোয়ারীর ৯টি স্কুল রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই একটি জেলার এতগুলো স্কুলের একসঙ্গে স্তর পরিবর্তন হতে পারে না। এর অর্থ কেউ একজন কন্ট্রাক্ট নিয়ে একবারে যতগুলো পেরেছে অবৈধভাবে স্তর পরিবর্তন করে দিয়েছে।'

মাউশির একাধিক কর্মকর্তা বলেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্তর পরিবর্তন অনুমোদনের একমাত্র এখতিয়ার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের। মাউশি থেকে এ বিষয়ে অনুমোদন দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু ২০০৫ সাল থেকে ইআইএমএস সেলের অসাধু কর্মকর্তারা বড় অঙ্কের টাকার বিনিময়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নিম্ন মাধ্যমিকের কোড বদলে মাধ্যমিকের কোড করে দিয়েছেন। আবার একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির কোড বদলে ডিগ্রির কোড করে দিয়েছেন। একটি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় সাতজন এমপিওভুক্ত শিক্ষক পেলেও মাধ্যমিক বিদ্যালয় পায় ১২ জন। কলেজও অনুরূপভাবে চার-পাঁচজন শিক্ষক বেশি পেয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো ইআইএমএসের সাহায্যে অবৈধভাবে কোড বদলে তাদের শিক্ষকদের জন্য এমপিওভুক্তির আবেদন করে। মাউশির এমপিও শাখার কর্মকর্তারা অনলাইনে তাদের কোড দেখে নিশ্চিত হন, এগুলো মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ডিগ্রি কলেজ। ফলে সহজেই শিক্ষকরা এমপিও পেয়ে যান। তাঁরাই অবৈধভাবে এই ৯ কোটি টাকা নিয়েছেন।

জানা যায়, শুধু এই ১২৬টি প্রতিষ্ঠানই নয়, ২০০৫ সালের পর থেকে প্রায় ৩০০ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এভাবে অবৈধভাবে স্তর পরিবর্তন করে এমপিওভুক্ত হয়েছে। এ বিষয়ে গত বছর দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) তদন্ত শুরু করে। দুদক অবৈধ এমপিওভুক্তি সংক্রান্ত তৎকালীন বিভিন্ন নথি, অবৈধভাবে সুবিধা নেওয়া শিক্ষক-কর্মচারীদের নামের তালিকা এবং তাঁদের গৃহীত অর্থের বিবরণী নেয় মাউশির কাছ থেকে।

এসব বিষয়ে দুদকের উপপরিচালক আবদুছ ছাত্তার কালের কণ্ঠকে বলেন, 'শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকদের অবৈধভাবে কোড পরিবর্তন করে এমপিওভুক্তির ব্যাপারে এখনো তদন্ত চলছে। এ কাজে শিক্ষকদের সঙ্গে মাউশিরই একাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারী জড়িত। ইতিমধ্যে অভিযোগের আংশিক প্রমাণিতও হয়েছে। এর ভিত্তিতেই ২৭৩ জনের বিরুদ্ধে দুটি মামলা করা হয়েছে।'

জানা যায়, একেবারে শুরুতে শিক্ষকদের এমপিও দিত ব্যানবেইজ। ২০০৫ সাল থেকে এ দায়িত্ব পায় মাউশি। কিন্তু শুরুর দিকে তেমন কাগজপত্র ছিল না। ইআইএমএস সেলের কম্পিউটারে তথ্য সংরক্ষণই ছিল বড় প্রমাণ। এই সুযোগ নিয়েই ইআইএমএস সেলের কর্মকর্তারা অবৈধভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকদের এমপিওভুক্ত করেছেন।